সমকাল

তারিখ ... 20 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম

# আখাউড়া ও গফরগাঁওয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

■ সমকাল ডেস্ক

ময়মনসিংহের গফরগাঁও ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। উভয় স্থানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ করেন এবং প্রধান শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**গফরগাঁও (ময়মনসিংহ)** : গফরগাঁও উপজেলার চরশাঁখচুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোমবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ সময় অভিভাবক-শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে ইউএনও ও শিক্ষা কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে টাকা বিতরণ স্থগিত করেন। এ ঘটনায় মঙ্গলবারও অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন।

পাঁচবাগ ইউনিয়নের চরশাঁখচুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোমবার উপবৃত্তির ৬ লাখ টাকা বিতরণের কথা ছিল। সেই মোতাবেক শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির কার্ড বিতরণ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ১২০০ টাকা ও প্রথম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী পাবে ৩০০ টাকা। প্রধান শিক্ষক সারোয়ার আলম উপবৃত্তির কার্ডে বরাদ্দকৃত টাকার অর্ধেক কার্ডে লিখে অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করেন। এতে অভিভাবকরা টাকা নিতে অস্বীকার করে প্রতিবাদ করেন। পরে তারা প্রধান শিক্ষককে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের চেষ্টার অভিযোগে অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ইউএনও ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধরা শান্ত হন। প্রধান শিক্ষক সারোয়ার আলম বলেন, কোনো অনিয়ম হয়নি। কার্ডে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে।

**আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)** : আখাউড়ায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির টাকা কম দেওয়ায় বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা তাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের কক্ষ ঘেরাও করে রাখেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের টনকী (দ.) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। রোববার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। তাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয় হয়নি।

সোমবার দুপুরে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শত শত শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বিদ্যালয় মাঠ ও প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে জড়ো হয়ে উপবৃত্তির সম্পূর্ণ টাকা দাবি করছেন। এ সময় অভিভাবক মিনারা খাতুন বলেন, তার ছেলে মাছুম মিয়া চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। তার ছেলেকে ৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নুরুন্নাহার বেগম বলেন, ব্যাংকের লোকজন উপস্থিত থেকে টাকা বিতরণ করেছেন। তবে টাকা বিতরণের কোনো কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি তিনি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল আলীম রানা বলেন, অভিযোগ সত্য হলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।